ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় শীর্ষক প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন: গবেষণার উদ্দেশ্য কী?

উত্তর: এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো বর্তমান মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি)-এর কার্যালয়ের সুশাসনে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে সিএজি কার্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আইনি, কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতাসমূহ, বিদ্যমান অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন, প্রকৃতি ও মাত্রা চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করা

প্রশ্ন: গবেষণা পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কী?

উত্তর: এটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা। তবে বিশ্লেষণের প্রয়োজনে পরিমাণগত তথ্যও ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণাটিতে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা (জিডি), পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা সম্পর্কিত বিদ্যমান নথি পর্যালোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। **প্রত্যক্ষ তথ্যের** উৎসের মধ্যে রয়েছেন সিএজি ও হিসাব মহা নিয়ন্ত্রকের (সিজিএ) কার্যালয়ের শীর্ষস্থানীয় বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিশেষজ্ঞ। এই গবেষণায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, বিভাগ, বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ মোট ৪০টি সরকারি কার্যালয়ের ৬৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সিএজি ও সিজিএ কার্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান ২৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ২ জন বিশেষজ্ঞসহ মোট ৯৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর কাছ থেকে পরিচয় গোপন রাখার শর্তে চেকলিস্টের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। **পরোক্ষ তথ্যের** উৎসের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ওয়েবসাইট, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, সরকারি বিভিন্ন প্রকাশনা, সংবিধান, সিএজি ও সিজিএ প্রকাশনা, ম্যানুয়াল, সরকারের বিভিন্ন আদেশ ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর ও প্রবন্ধ।

প্রশ্ন: এই প্রতিবেদনটি কোন সময়ের তথ্য তুলে ধরেছে?

উত্তর: ২০১৩ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ সম্পন্ন করে এই প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রশ্ন: এই প্রতিবেদনটি কোন কোন বিষয়ের ওপর তৈরি হয়েছে?

উত্তর: এই গবেষণায় সিএজি কার্যালয়ের আইনগত কাঠামো, কার্যক্রম, সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল, প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন, নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ, সংস্কারমূলক কার্যক্রম, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক, সরকারি হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি, সংসদ ও মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নিরীক্ষা কার্যক্রমে প্রয়োগকৃত কার্যকর ও দৃষ্টান্তমূলক বিষয়গুলোও এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রশ্ন: এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে গুণগত গবেষণা পদ্ধতিতে অনুসরণকৃত ৪টি সাধারণ বৈশিষ্ট্য যথা তথ্যের dependability, transferability, confirmability ও credibility নিশ্চিত করা হয়েছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকিংসহ সম্ভাব্য সকল সূত্রসমূহ থেকে যাচাই বাছাই করা হয়েছে। কখনও কখনও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণার জন্য একই ব্যক্তির একাধিকবার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া সিএজি কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। পরবর্তীতে তাদের মতামত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচণায় এনে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

প্রশ্ন: এ গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য কি-না?

উত্তর: এই গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য সিএজি কার্যালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সকল অংশীজনের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে এটি সিএজি কার্যালয়ের চলমান সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

প্রশ্ন: গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছিল কি?

উত্তর: গবেষণা কার্য শুরুর প্রাক্কালে গত ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে তৎকালীন সিএজি বরাবর তার কার্যালয় সম্পর্কিত তথ্য চেয়ে চিঠি প্রেরণ করা হয়। উক্ত চিঠির প্রেক্ষিতে সিএজি কার্যালয় থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সহায়তা করা হয়। এছাড়া সিএজি ও সিজিএ কার্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়। খসড়া প্রতিবেদন তৈরির পরে অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিকট থেকে তথ্য যাচাই-বাছাই করা হয়। পরবর্তীতে গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে সিএজি মহোদয়ের উপস্থিতিতে সিএজি কার্যালয়ে কর্মকর্তাদের সম্মুখে খসড়া প্রতিবেদনের তথ্য উপস্থাপন করা হয় এবং তাদের মূল্যবান মতামত গ্রহণ করে প্রতিবেদনে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সংযোজন করা হয়েছে। এর পরবর্তীতে গত ১৮ ডিসেম্বরে খসড়া উপস্থাপনার কপি সিএজি বরাবর প্রেরণের মাধ্যমে আবারও লিখিত মতামত চাওয়া হয়। উক্ত খসড়া উস্থাপনার ওপরে গত ২৭ জানুয়ারি ২০১৫ এ সিএজি কার্যালয় থেকে লিখিত মতামত গ্রহণ করা হয় এবং তা এই প্রতিবেদনে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সংযোজন করা হয়েছে।

প্রশ্ন: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রতিবেদন সকলের জন্য উন্মুক্ত। ইতোমধ্যে সংবাদ সম্মেলনে প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ উপস্থিত সকলের মধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া একই দিনে মূল প্রতিবেদনসহ সার-সংক্ষেপ টিআইবি'র ওয়েবসাইটে (www.ti-bangladesh.org) প্রকাশ করা হয়। এছাড়া যেকেউ ই-মেইলে (info@ti-bangladesh.org) বা সরাসরি টিআইবি অফিস থেকে প্রতিবেদনটি সংগ্রহ করতে পারেন।

প্রশ্ন: টিআইবি কী উদ্দেশ্যে এ ধরনের গবেষণা পরিচালনা করে?

উত্তর: সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতি যেমন জনগণকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে তেমনি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দেশের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায়, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সরকারের প্রতিটি কাজে যদি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ থাকে তবে সুশাসন তথা সুদৃঢ় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আর সরকারের প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং আর্থিক অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে সিএজি কার্যালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সিএজি কার্যালয়কে আরো কার্যকর করার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করাই টিআইবি'র এ ধরনের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন: নানা সমালোচনা ও প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও টিআইবি এ ধরনের প্রতিবেদনের কাজ কেন চালিয়ে যাচ্ছে?

উত্তর: জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টি এবং সর্বোপরি একটি সুশাসিত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে টিআইবি ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জন-সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। টিআইবি প্রত্যাশা করে এই গবেষণালব্ধ ফলাফল ও সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকরা সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই প্রতিষ্ঠানটির সমস্যা দূর করে এটিকে আরও স্বচ্ছ, কার্যকর ও জবাবদিহিতামূলক করার ক্ষেত্রে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে সহায়ক হবে।

প্রশ্ন: টিআইবি'র এই প্রতিবেদন আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করবে কি?

উত্তর: টিআইবি'র প্রতিবেদনে প্রথমেই সিএজি কার্যালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন এবং গৃহীত ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। তবে লক্ষ্য করা যায় যে, অনেক উল্লেখযোগ্য অর্জন সত্ত্বেও এই কার্যালয়ে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয় টিআইবি'র বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে। টিআইবি কর্তৃক ২০০২ সালে সিএজি কার্যালয়ের ওপরে এবং ২০১২ সালে সিজিএ কার্যালয়ের ওপরে দুটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এই গবেষণাদ্বয়ের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সিএজি কার্যালয়ের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম-দুর্নীতির চিত্র চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণের উদ্দেশ্যেই এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। এই প্রতিবেদনে গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে টিআইবি ১৯ দফা বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ তুলে ধরেছে। এই সকল সুপারিশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিএজি কার্যালয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় যত বেশি অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হবে এই কার্যালয়ের ইতিবাচক অর্জন ততই বাড়ানো সম্ভব হবে। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় টিআইবি'র এই প্রতিবেদন আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে কোনভাবেই ক্ষুণ্ন করবে না।

---সমাপ্ত---